গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতি

Bangladesh Agricultural Economists Association

গঠনতন্ত্র
Constitution

বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতি
Bangladesh Agricultural Economists Association (BAEA)

প্রকাশনায় :
বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতি
৩/২/৪-এ বড়বাগ, মিরপুর-২, ঢাকা-১২১৬
www : baea.org.bd

প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৮
সর্বশেষ সংস্করণ : নভেম্বর, ২০১৮

২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে সমিতির সম্মানিত সভাপতি জনাব সাজ্জাদুল হাসান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় অনুমোদিত সংশোধনীসহ বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতি'র গঠনতন্ত্র প্রকাশিত হয়।

মুদ্রন : নেক্সট প্রিন্টার্স, ১৮৯, ফকিরাপুল, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৮১৯ ২২৪৫৪৮

প্রথম অধ্যায়

অনুচ্ছেদ ০১ সমিতির নাম ও প্রধান কার্যালয়

ক. সমিতির নাম ঃ এ সমিতির নাম হইবে বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতি। ইংরেজিতে এ সমিতির নাম হইবে Bangladesh Agricultural Economists Association (BAEA).

খ. সমিতির প্রধান কার্যালয় ঃ এ সমিতির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ০২ সংজ্ঞা

ক. 'উপবিধি' বলিতে সমিতির প্রচলিত উপবিধি বুঝাইবে;

খ. 'উপদেষ্টা পরিষদ' বলিতে বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতির উপদেষ্টা পরিষদ বুঝাইবে;

গ. 'কার্যনির্বাহী পরিষদ' বলিতে এ গঠনতন্ত্রে উল্লেখিত সমিতির কেন্দ্রীয় পরিচালনা কমিটি বুঝাইবে;

ঘ. 'গঠনতন্ত্র' অর্থ সময়ে সময়ে প্রণীত ও গৃহীত সমিতির বিধি, বিধান ও উপবিধিসমূহ বুঝাইবে;

ঙ. 'জার্নাল' বলিতে সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা সাময়িকী বুঝাইবে ;

চ. 'সাধারণ পরিষদ' বলিতে সমিতির সকল সাধারণ ও জীবন সদস্যদের দ্বারা গঠিত একটি পরিষদ বুঝাইবে এবং

ছ. 'সমিতি' বলিতে 'বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতি' বুঝাইবে;

অনুচ্ছেদ ০৩ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ক. কৃষি অর্থনীতি শিক্ষা-বিষয়/ডিসিপ্লিনের উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ;

খ. কৃষি অর্থনীতি পেশার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধিকরণ;

গ. বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত কৃষি অর্থনীতির গ্র্যাজুয়েটদের মাঝে সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ বৃদ্ধিকরণ, সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণ এবং তাহাদের পেশাগত সুযোগ সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণের উদ্যোগ গ্রহণ;

ঘ. দেশের কৃষি অর্থনীতির সার্বিক উন্নয়নে নীতিমালা প্রণয়নে অংশগ্রহণ এবং এতদোপলক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহযোগিতা প্রদান এবং

ঙ. কৃষি অর্থনীতিবিদদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি/বৃদ্ধিকরণে উদ্যোগ গ্রহণ।

অনুচ্ছেদ ০৪ সমিতি'র কার্যাবলী

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে সমিতি নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পাদন করিবে -

ক. সেমিনার, কর্মশালা, সম্মেলন আয়োজন;

খ. সাময়িকী, প্রতিবেদন, পুস্তিকা, জার্নাল প্রকাশ, প্রচার এবং বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ;

গ. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সহযোগী সংগঠনসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ, তথ্য বিনিময় এবং মৈত্রী বন্ধন সুদৃঢ়করণের প্রচেষ্টা গ্রহণ;

ঘ. কৃষি অর্থনীতি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শিক্ষা, গবেষণা ও পেশাগত কার্যে অসাধারন কৃতিত্ব এবং মূল্যবান অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার, পদক ও সম্মাননা প্রদান; এবং

ঙ. অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ।

অনুচ্ছেদ ০৫ সদস্যপদের যোগ্যতা

ক) সাধারণ সদস্য

বাংলাদেশের যে সকল নাগরিক কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে কৃষি অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন তাহারা সমিতির সাধারণ সদস্য হইতে পারিবেন।

ইহা ছাড়া কৃষি অর্থনীতি'র সম্পৃক্ত বিষয়ে/ডিসিপ্লিনে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী যে সকল ব্যক্তি কর্মরত রহিয়াছেন এবং উল্লেখযোগ্য অবদান রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহারাও সাধারণ সদস্য হইতে পারিবেন এই শর্তে যে, তাহাদের সদস্যপদভূক্তির বিষয়টি সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

খ) সম্মানীয় সদস্য

কৃষি অর্থনীতি শিক্ষা-বিষয় বা কৃষি অর্থনীতির ক্ষেত্রে অথবা সমিতির মর্যাদা বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ বিষয়ে তাহার মূল্যবান অবদানের মাধ্যমে সুনাম অর্জন করিয়াছেন, তাহাকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদানের লক্ষ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদ 'সম্মানীয় সদস্য' পদে ভূষিত করিতে পারিবে।

গ) জীবন সদস্য

সাধারণ সদস্যপদের যোগ্যতাসম্পন্ন কোনও ব্যক্তি এককালীন নির্ধারিত পরিমাণ চাঁদা প্রদান করিয়া সমিতির জীবন সদস্যপদ লাভ করিতে পারিবেন। জীবন সদস্যবৃন্দ সাধারণ সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য সকল সুযোগ সুবিধা ও অধিকার ভোগ করিতে পারিবেন।

ঘ) সহযোগী সদস্য

কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়ে স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর (যেমন- অর্থনীতি, কৃষি, প্রাণি চিকিৎসা, পশুপালন, মৎস্যবিজ্ঞান, কৃষি প্রকৌশল, ফুড টেকনোলজি, এগ্রিবিজনেস ইত্যাদি) ডিগ্রিধারী কোন ব্যক্তি নির্ধারিত ফরমে সহযোগী সদস্যপদের আবেদন করিয়া সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সহযোগী সদস্য হইতে পারিবেন। তবে সহযোগী সদস্যের ভোটাধিকার ও সমিতির কোন পদ প্রাপ্তির অধিকার থাকিবে না।

ঙ) ছাত্র সদস্য

বাংলাদেশের যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি অর্থনীতিতে স্নাতক পর্যায়ে শেষ বর্ষে অধ্যয়নরত ছাত্রগণ সমিতির ছাত্র সদস্য হইতে পরিবেন। ছাত্র সদস্য ভোটাধিকার ব্যতীত সমিতির অন্যান্য সুযোগ ও অধিকার ভোগ করিবেন।

অনুচ্ছেদ ০৬ সদস্যদের অধিকার ও কর্তব্য

ক. গঠনতন্ত্র মোতাবেক নিয়মিত নির্ধারিত চাঁদা প্রদান করিলে সদস্য পদের সকল অধিকার সংরক্ষিত হইবে।

খ. সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত জার্নাল, নিউজলেটার ইত্যাদি সমিতি'র সকল সদস্য বিনামূল্যে কিংবা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে পাওয়ার অধিকারপ্রাপ্ত হইবেন।

গ. সকল সদস্য সমিতির পাঠকক্ষ ও গ্রন্থাগার ব্যবহার করিতে পারিবেন।

ঘ. সকল সদস্য সমিতির জাতীয় সম্মেলন, সাধারণ সভা, সেমিনার ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে যোগদান এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে পরিবেন।

ঙ. সাধারণ সদস্য ও জীবন সদস্যবৃন্দ সমিতির সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের উপর মতামত প্রদান এবং সমিতি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদেয় সুযোগ সুবিধাদি ভোগের অধিকারপ্রাপ্ত হইবেন।

চ. শুধুমাত্র সাধারণ সদস্য ও জীবন সদস্যবৃন্দ ভোটাধিকারের অধিকার প্রাপ্ত হইবেন।

অনুচ্ছেদ ০৭ সদস্যপদের মেয়াদ

কোন কারণে সদস্যপদ বাতিল না হওয়া পর্যন্ত সকল সদস্যের প্রাথমিক সদস্যপদ বহাল থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ০৮ সদস্যপদ বাতিল/পুর্নবহাল

নিম্নেবর্ণিত যেকোন এক বা একাধিক কারণে সমিতির সদস্যপদ বাতিল হইতে পারে:-

ক. সমিতির সভাপতির নিকট কোন সদস্য নিজে সদস্যপদ প্রত্যাহারের আবেদন করিলে কার্যনির্বাহী পরিষদ এর সিদ্ধান্তের আলোকে সদস্যপদ বাতিল অথবা বহাল থাকিতে পারে।

খ. পরপর তিন বৎসরের বার্ষিক চাঁদা বকেয়া থাকিলে সমিতির সাধারণ ও ছাত্র সদস্যপদ বাতিল হইবে।

গ. কোন সদস্য সমিতির মর্যাদাহানিকর কার্যকলাপে লিপ্ত থাকিলে, পেশাগত বা সমিতির স্বার্থ ক্ষুন্ন করিলে অথবা সজ্ঞানে গঠনতন্ত্র অবমাননা করিলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সদস্যপদ বাতিল হইবে।

ঘ. বাতিলকৃত সদস্যপদের পূর্নবহালের ক্ষেত্রে সভাপতির বরাবরে আবেদন করিলে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

ঙ. মৃত্যুবরণ করিলে সদস্যপদ অবসান হইবে।

অনুচ্ছেদ ০৯ সদস্যের চাঁদা প্রদান

প্রতিটি সদস্য সমিতির গঠনতন্ত্রে বর্ণিত সময়ের জন্য নির্ধারিত পরিমান চাঁদা প্রদান করিবেন।

অনুচ্ছেদ ১০ তহবিল

সমিতি'র তিন প্রকার তহবিল থাকিবে -

ক. সাধারণ তহবিল ঃ সদস্যদের প্রবেশ-ফি এবং জীবন সদস্যদের চাঁদা ব্যতীত অন্যান্য চাঁদা, দান, অনুদান, আমানতের উপর মুনাফা, সম্পদের আয়, সমিতির কর্মকান্ড পরিচালনার্থে প্রাপ্ত/সংগৃহীত অর্থের অব্যয়িত অংশ সাধারণ তহবিল হিসাবে পরিগণিত হইবে যাহা কোন একটি তফসিলী ব্যাংকে সমিতির নামে চলতি বা সঞ্চয়ী হিসাবে সংরক্ষিত থাকিবে। সমিতির কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এ হিসাবে সংস্থান রাখিয়া অতিরিক্ত অর্থ থাকিলে তাহা কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থায়ী আমানত তহবিল বা গঠনতন্ত্রের বিধান মোতাবেক বিনিয়োগ করা যাইবে ।

খ. স্থায়ী তহবিল ঃ সদস্যদের প্রবেশ-ফি ও জীবন সদস্যদের চাঁদা এবং 'ক' উপ-অনুচ্ছেদ মোতাবেক সাধারণ তহবিলের অতিরিক্ত অর্থ স্থায়ী আমানত হিসাবে তফসিলী ব্যাংকে সংরক্ষণ করা হইবে।

গ. কল্যাণ তহবিল ঃ সদস্যদের নিকট হইতে বিশেষ দান বা ধার্যকৃত অর্থ এবং অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে কল্যাণ তহবিল গঠন করা যাইতে পারে এবং উল্লিখিত অর্থ একটি ব্যাংকে স্বতন্ত্র হিসাবে সংরক্ষণ করা যাইতে পারে। কার্যনির্বাহী পরিষদ অস্বচ্ছল সদস্যদের আপদকালীন সাহায্য বা অন্যান্য কল্যাণমূলক কাজে কল্যাণ তহবিল এর অর্থ ব্যবহার করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ ১১ তহবিল সংগ্রহ ও পরিচালনা

সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য তহবিল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কার্যনির্বাহী পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

ক. গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ দশ অনুসারে সমিতির তিন ধরণের তহবিল থাকিতে পারে, যথা- সাধারণ তহবিল, স্থায়ী তহবিল ও কল্যাণ তহবিল।

খ. সাধারণ তহবিলের একটি অংশ কার্যনির্বাহী পরিষদের মতামতের ভিত্তিতে ঝুঁকিহীন সরকারি বন্ড, সঞ্চয়পত্র, ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করা যাইতে পারে।

গ. কার্যনির্বাহী পরিষদের পূর্ব অনুমতি ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই স্থায়ী তহবিল, কল্যান তহবিল এবং 'খ' উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিনিয়োগকৃত অর্থ ব্যয় করা যাইবে না।

ঘ. ব্যাংক একাউন্ট খোলার জন্য মহাসচিব ও কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষর সভাপতি কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে এবং সমিতি'র সীলমোহর ব্যবহার করিতে হইবে।

ঙ. ব্যাংকের হিসাব কোষাধ্যক্ষ এবং সভাপতি কিংবা মহাসচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে;

চ. সভাপতি একসাথে ৫০০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অগ্রিম উত্তোলন ও খরচের অনুমোদন দিতে পারিবেন;

ছ. মহাসচিব সমিতি'র দৈনন্দিন কার্যাদি পরিচালনার জন্য একসাথে অনধিক ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা সংরক্ষণ বা ব্যয় করিতে পারিবেন।

জ. যাচাই বাছাই সাপেক্ষে বৈদেশিক দান/অনুদান গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সভাপতি/মহাসচিব কর্তৃক অনুমোদিত বা ব্যয়িত অর্থ অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ১২ সম্পদ ব্যবস্থাপনা

সমিতি'র সকল সম্পদ সম্পূর্ণরূপে সাধারণ পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে। এই পরিষদ যেইভাবে সঠিক মনে করিবে সেইভাবে তাহা বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তরের পূর্ণ ক্ষমতা, এখতিয়ার, দায়িত্বের অধিকারী হইবে এবং সাধারণ পরিষদের অনুমোদন ব্যতিরেকে সমিতি'র কোন সম্পত্তি, ভূমি ও এখতিয়ারাধীন সম্পদ বিক্রয় অথবা বন্ধক দান অথবা অন্যকোন রকম হস্তান্তর করা যাইবে না। স্বেচ্ছামূলক দান অথবা অন্য কোনভাবে প্রাপ্ত এই ধরণের সম্পত্তি অথবা অর্জিত সম্পদ অথবা আয় বা রাজস্ব যাহাই হোক না কেন কোন অবস্থাতেই কোন সদস্যের মাঝে কোন লভ্যাংশ, উপহার বা বোনাস হিসাবে প্রদান করা যাইবে না। সমিতি'র সকল সম্পদ-সম্পত্তি যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করিতে হইবে এবং স্টক রেজিস্ট্রারে তাহা নিয়মানুযায়ী লিপিবদ্ধ করিয়া সংরক্ষণ করিতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ১৩ উপদেষ্টা পরিষদ

এ গঠনতন্ত্রের আলোকে সমিতির কার্যাবলী সুচারুরূপে বাস্তবায়ন এবং সমিতিকে দেশ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি উপযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগনিত করার স্বার্থে একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকিবে। সমিতির জ্যেষ্ঠ, অভিজ্ঞ ও স্বনামধন্য অনধিক ৭ (সাত) জন সাধারণ/জীবন সদস্য (যাহারা কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য নন) সমন্বয়ে এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হইবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং মহাসচিব সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবেন।

অনুচ্ছেদ ১৪ উপদেষ্টা পরিষদের কার্যাবলী

সমিতিকে গতিশীল ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে উপদেষ্টা পরিষদ পরামর্শ এবং সহযোগিতা প্রদান করিবে।

অনুচ্ছেদ ১৫ কার্যনির্বাহী পরিষদ

এ গঠনতন্ত্রের আলোকে সমিতির কার্যাবলী বাস্তবায়নে সমিতির নিয়ন্ত্রন ও ব্যবস্থাপনা কার্যনির্বাহী পরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকিবে এবং নিম্নলিখিত পদ সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠিত হইবে।

ক)	সভাপতি	১ (এক) জন
খ)	জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি	১ (এক) জন
গ)	সহ-সভাপতি	৪ (চার) জন
ঘ)	মহাসচিব	১ (এক) জন
ঙ)	যুগ্ম মহাসচিব	২ (দুই) জন
চ)	কোষাধ্যক্ষ	১ (এক) জন
ছ)	সাংগঠনিক সম্পাদক	১ (এক) জন
জ)	দপ্তর সম্পাদক	১ (এক) জন
ঝ)	প্রচার সম্পাদক	১ (এক) জন
ঞ)	সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ (এক) জন
ট)	আন্তর্জাতিক সম্পাদক	১ (এক) জন
ঠ)	মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	১ (এক) জন
ড)	গবেষণা সম্পাদক	১ (এক) জন
ঢ)	প্রকাশনা সম্পাদক	১ (এক) জন
ণ)	সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১ (এক) জন
ত)	তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক	১ (এক) জন
থ)	নির্বাহী সদস্য	১৭ (সতের) জন
	মোট	**৩৭ (সাইত্রিশ) জন**

সর্বশেষ কার্যনির্বাহী (Immediate Past) পরিষদের সভাপতি ও মহাসচিব পদাধিকার বলে নূতন কার্যনির্বাহী পরিষদে নির্বাহী সদস্য বিবেচিত হইবেন, যদি তিনি কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যকোন পদে নির্বাচিত না হইয়া থাকেন।

অনুচ্ছেদ ১৬ কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

কার্যনির্বাহী পরিষদ সমিতির গঠনতন্ত্র ও উপবিধি অনুযায়ী সমিতির সকল বিষয়াদি পরিচালনা করিবে। সাধারণ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব এ পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ-

ক. সমিতির সাধারণ সভা, কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা, জাতীয় সম্মেলনসহ সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির আয়োজন করা।

খ. বিভিন্ন কার্যক্রম/কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিশেষ কমিটি, উপ-কমিটি ও বোর্ড গঠন এবং তাহাদেরকে তদানুযায়ী ক্ষমতা প্রদান।

গ. সমিতির স্বার্থ সংরক্ষণার্থে যেকোন বিষয়ে সরকার, সরকারী/আধা-সরকারী/স্বায়ত্বশাসিত/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান অথবা কোন আইনানুগ কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা বা প্রতিনিধিত্ব করা।

ঘ. সমিতির বেতনভোগী কর্মচারী নিয়োগ এবং অপসারণ।

ঙ. এই নীতিমালা দ্বারা সমিতির আদর্শ ও লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ক্ষমতা এবং কার্য সম্পাদন ।

অনুচ্ছেদ ১৭ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা সাধারণত সমিতির প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইবে। সভা অনুষ্ঠানের অন্তত ৪ (চার) দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়সমূহ সদস্যদের অবহিত করিতে হইবে। জরুরী সভা ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার বিজ্ঞপ্তিতে অনুষ্ঠিত হইতে পারিবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ বৎসরে (সমিতির অর্থ-বছর) অনূন্য ৬ (ছয়) বার সভা করিবে।

সভায় সভাপতিত্ব করিবেন সমিতির সভাপতি। সভাপতির অনুপস্থিতিতে জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে ৪ (চার) জন সহ সভাপতির মধ্যে একজন জ্যেষ্ঠতা অনুসারে সভাপতিত্ব করিবেন। বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যদি সকলেই অনুপস্থিত থাকেন তবে সদস্যবৃন্দ তাহাদের একজনকে সভাপতিত্ব করার জন্য নির্বাচিত করিবেন। উপস্থিত সদস্যদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

অনুচ্ছেদ ১৮ সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভা

কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সুবিধজনক স্থান, তারিখ এবং সময়ে সমিতির সাধারণ সভা/ বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। সমিতি সাধারণ সভা ও বিশেষ সাধারণ সভা এর মাধ্যমে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়সমূহ সহ অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করা হইবে -

ক. সমিতির গঠনতন্ত্র/নিয়মাবলী এবং উপবিধির পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংশোধন এবং বাতিলকরণ;

খ. সমিতির কার্যালয় পরিচালনা, গ্রন্থাগার পরিচালনা, সমিতির সম্পত্তি রক্ষা এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া;

গ. বিভিন্ন কমিটি, উপ কমিটি যেমন-অর্থ সংস্থান কমিটি, প্রচার ও জনসংযোগ কমিটি ইত্যাদি গঠন করা;

ঘ. কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল, বাতিলকৃত সদস্যপদের পূনর্বহাল এবং সদস্যের পদত্যাগের আবেদন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান এবং কোন সদস্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঙ. কোন বিধি পরিবর্তন না করিয়া পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন পর্যন্ত বর্তমান পরিষদের অধিকার সংরক্ষণ করা;

চ. এই নীতিমালা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রদত্ত ক্ষমতা ও কর্তব্যের অতিরিক্ত হিসাবে সমিতির আদর্শ ও লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ক্ষমতা এবং কার্য সম্পাদন করা।

অনুচ্ছেদ ১৯ তলবী সভা ও জরুরী সাধারণ সভা

ক) তলবী সভাঃ কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত অনুরোধপত্র প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে সমিতির মহাসচিব সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে সময়, তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিয়া তলবী সভা আহবান করিবেন।

খ) জরুরী সাধারণ সভাঃ সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে মহাসচিব সভার স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করিয়া জরুরী সাধারণ সভা আহবান করিবেন। সভা আহবানে মহাসচিব ব্যর্থ হইলে সমিতির সভাপতির সভা আহবানের অধিকার থাকিবে।

অনুচ্ছেদ ২০ দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা ও জাতীয় সম্মেলন

ক) দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা ঃ প্রতি দুই বৎসর অন্তর কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচনসহ দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা ও জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করা হইবে :-

১. জাতীয় সম্মেলন আয়োজন করা

২. বিদায়ী কার্যকাল মেয়াদের প্রতিবেদন উপস্থাপন;

৩. কোনও নিবন্ধীকৃত নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানকে নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রদান;

৪. অভ্যন্তরীন নিরীক্ষা কমিটি গঠন;

৫. আয়-ব্যয়ের নিরিক্ষিত হিসাব উপস্থাপন;

৬. বাজেট উপস্থাপন;

৭. কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা;

৮. অনুচ্ছেদ ১৮ এ বর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন

৯. উপস্থিত সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত কোন বিষয়; এবং

১০. সভার সভাপতির অনুমতিক্রমে অন্য যে কোন বিষয় উপস্থাপন।

অনুচ্ছেদ ২১ কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্বাচন

কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিয়োগকৃত নির্বাচন কমিশন প্রতি দুই বৎসর অন্তর সাধারণ ও জীবন সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবেন। চলমান কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ শেষ হইবার পুর্ববর্তী তিন মাসের মধ্যে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইতে হইবে। অনিবার্য কারণবশত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা না হইলে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে অবশ্যই নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইবে। যদি এই সময়ের মধ্যেও নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা না যায় তাহা হইলে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনধিক সাত সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করা যাইবে। এই এডহক কমিটি তিন মাসের মধ্যে অবশ্যই নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

অনুচ্ছেদ ২২ নির্বাচন কমিশন

কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অন্যুন দুইজন নির্বাচন কমিশনার সমন্বয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হইবে। নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণকে অবশ্যই সমিতির বৈধ সাধারণ বা জীবন সদস্য হইতে হইবে।

অনুচ্ছেদ ২৩ নির্বাচন পদ্ধতি

ক. নির্বাচন কমিশন কার্যনির্বাহী পরিষদের সহায়তায় ভোটার তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং সাধারণ বা জীবন সদস্যদের নিকট মনোনয়নপত্র আহবান করিবে।

খ. কোন পদে নির্বাচনের জন্য প্রার্থীর সম্মতিতে ও অন্য একজন ভোটারের সমর্থনক্রমে, প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করিয়া নির্বাচন কমিশনের নিকট মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার অধিকার যেকোন ভোটারের থাকিবে। কোন সাধারণ ও জীবন সদস্যের কার্যনির্বাহী পরিষদে একটি মাত্র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অধিকার থাকিবে।

গ. নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের তারিখ, সময়সূচী এবং স্থান ঘোষণা করিবে। ঘোষিত সময় ও স্থানে প্রয়োজনে গোপন ব্যালটপত্রের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

ঘ. নির্বাচন কমিশন মনোনয়নপত্র নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাছাই করিয়া চূড়ান্ত ব্যালটপত্র তৈয়ার করিবেন।

ঙ. প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত ব্যক্তিগত আবেদনের মাধ্যমে প্রস্তাবিত প্রার্থী তাহার প্রার্থীতা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। তবে তাহা অবশ্যই উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে হইতে হইবে।

চ. যদি একটি বা একাধিক পদের জন্য কোন মনোনয়নপত্র জমা দেয়া না হয় তবে নির্বাচন কমিশন কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নামের একটি প্রস্তাবিত তালিকা প্রস্তুত করিয়া ভোটারদের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটারের সম্মতি পাওয়ার পর নির্বাচন কমিশন কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের নাম ঘোষণা করিবে।

ছ. প্রধান নির্বাচন কমিশনার ভোট গণনা শেষ হওয়ার পরপরই অনানুষ্ঠানিক ফলাফল ঘোষণা করিবেন এবং নির্বাচন কমিশন পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে নির্বাচনের সরকারী/ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করিবে।

অনুচ্ছেদ ২৪ কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদে পুনঃনির্বাচন

সভাপতি, জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি, মহাসচিব এবং কোষাধ্যক্ষ পদে ধারাবাহিকভাবে দুইবারের বেশী নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

অনুচ্ছেদ ২৫ কোরাম

সাধারণ সভা, বিশেষ সাধারণ সভা, দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা, তলবী সভা, এবং জরুরী সাধারণ সভার কোরাম এক পঞ্চমাংশ সদস্যের উপস্থিতিতে পূর্ণ হইবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সভার কোরাম এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে পূর্ণ হইবে।

অনুচ্ছেদ ২৬ বিজ্ঞপ্তি

আলোচ্য বিষয়াদিসহ সাধারণ, বিশেষ সাধারণ, দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার স্থান, তরিখ এবং সময় উল্লেখ করিয়া সকল সদস্যকে কমপক্ষে ১০ (দশ) দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি দিতে হইবে। জরুরী প্রয়োজনে সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে মহাসচিব স্বল্পকালীন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জরুরী সাধারণ সভা আহবান করিতে পারিবেন তবে কোন ক্ষেত্রেই ইহা ৫ (পাঁচ) দিনের কম হইবে না। সমিতির বিজ্ঞপ্তি যে কোন সদস্যকে ব্যক্তিগতভাবে অথবা রেজিস্ট্রারে উল্লেখিত ঠিকানা খামে লিখে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অথবা মোবাইলের মেসেজের মাধ্যমে সরবরাহ করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ ২৭ সমিতির অর্থবছর

১লা জুলাই হইতে ৩০ জুন পর্যন্ত সময় 'সমিতির অর্থবছর' বলিয়া বিবেচিত হইবে।

অনুচ্ছেদ ২৮ বিধি/উপবিধি

সমিতির সুষ্ঠু পরিচালনায় এই গঠনতন্ত্রের অধীনে প্রয়োজনে বিধি/উপবিধি প্রণয়ন করা যাইবে।

অনুচ্ছেদ ২৯ সমিতি'র বিলুপ্তি

যদি কোন কারণে এই সমিতির বিলুপ্তি ঘটে তাহা হইলে সকল দায় পরিশোধের পর সমিতির সকল সম্পত্তি অনুরূপ উত্তরসূরি সমিতি বা তাহা না থাকিলে সমিতির সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত জনকল্যাণ উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানে বা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রদত্ত হইবে ।

অনুচ্ছেদ ৩০ গঠনতন্ত্রের সংশোধন

সমিতির গঠনতন্ত্র শুধুমাত্র সাধারণ সভা, দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা এবং বিশেষ সাধারণ সভার মাধ্যমে সংশোধন করা যাইবে। সংশোধনী প্রস্তাব উপস্থিত সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাশ হইতে হইবে। সাধারণ ও জীবন সদস্যের এক পঞ্চমাংশ অবশ্যই সভায় উপস্থিত থাকিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
উপবিধি

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপবিধি

উপবিধি ১ সদস্যপদ

ক) সাধারণ সদস্য

সমিতির সদস্য হইতে ইচ্ছুক এবং প্রথম অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৫ এর 'ক' অংশে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে সমিতির সদস্য পদের জন্য নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পূরণ ও স্বাক্ষর করিয়া সমিতির মহাসচিব এর নিকট জমা দিতে হইবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে ভর্তি ফি এবং কমপক্ষে এক বছরের চাঁদা জমা প্রদান করিতে হইবে।

খ) সম্মানীয় সদস্য

কমপক্ষে ২০ (বিশ) জন সাধারণ সদস্য কিংবা ৫ (পাঁচ) জন কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য সম্মানীয় সদস্য পদের জন্য নাম সমিতি'র মহাসচিবের মাধ্যমে প্রস্তাব করিতে পারিবেন। প্রস্তাবের সাথে প্রার্থীর যে সকল যোগ্যতা বা গুণের জন্য এই সম্মান দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় উপস্থাপন করিতে হইবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মতিতে তিনি সম্মানীয় সদস্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

গ) জীবন সদস্য

কোনও সাধারণ সদস্য জীবন সদস্য হিসাবে তাহার নাম লিপিবদ্ধ করিতে আগ্রহী হইলে এবং আবেদনপত্রের সঙ্গে ভর্তি ফিসহ নির্ধারিত ফি প্রদান করিলে তিনি জীবন সদস্য হইতে পারিবেন।

ঘ) সহযোগী সদস্য

কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ের যে কোন সমিতি'র সদস্য (যেমন- অর্থনীতি, কৃষি, প্রাণি চিকিৎসা, মৎস্যবিজ্ঞান, পশুপালন, কৃষি প্রকৌশল, ফুড টেকনোলজি, এগ্রিবিজনেস ইত্যাদি) নির্ধারিত ফরমে সহযোগী সদস্যপদের জন্য আবেদন করিয়া সমিতির মহাসচিবের নিকট জমা দিলে সহযোগী সদস্য হইতে পারিবেন। আবেদনপত্রের সঙ্গে ভর্তি ফি প্রদান করিতে হইবে।

ঙ) ছাত্র সদস্য

গঠনতন্ত্রের অনুচ্ছেদ ৫ এর 'ঙ' অংশে উল্লেখিত যোগ্যতা সম্পন্ন এবং সদস্য হইতে আগ্রহী ছাত্রকে নির্ধারিত আবেদনপত্রের মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে এবং সমিতির মহাসচিব এর নিকট ভর্তি ফি ও এক বছরের চাঁদা আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে হইবে।

উপবিধি ২ চাঁদা ও ফি

ক) বাৎসরিক চাঁদা

১) বাৎসরিক চাঁদা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে ।

২) বাৎসরিক চাঁদার পরিমান ২০০ (দুই শত) টাকা ।

৩) বাৎসরিক চাঁদা কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে।

৪) সম্মানীয় সদস্যদের কোন চাঁদা দিতে হইবে না;

৫) সকল সাধারণ সদস্যদের সাধারণ সভা কর্তৃক নির্ধারিত হারে নিয়মিতভাবে বাৎসরিক চাঁদা দিতে হইবে;

৬) ছাত্র সদস্যদেরকে সাধারণ সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য চাঁদার শতকরা ৫০ ভাগ চাঁদা প্রদান করিতে হইবে;

৭) জীবন সদস্যদেরকে বাৎসরিক চাঁদার পরিবর্তে সাধারণ সভা কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ এককালীন চাঁদা প্রদান করিতে হইবে;

৮) যদি কোন সদস্যের চাঁদা বা অনুদান বকেয়া থাকে তবে তাহার বিরূদ্ধে প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ অনুচ্ছেদের চতুর্থ ধারার 'খ' অংশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

খ) ভর্তি ফি

সাধারণ সদস্য, জীবন সদস্য, সহযোগী সদস্য এবং ছাত্র সদস্যদের ভর্তি ফি হইবে ২০০ টাকা। সাধারণ সভা যে কোন সময় ভর্তি ফি হার পরিবর্তন করিতে পারিবে।

গ) অতিরিক্ত ফি

সমিতির কোন গুরুত্বপূর্ণ বা বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্য বা কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগের জন্য প্রয়োজন হইলে কার্যনির্বাহী পরিষদ অতিরিক্ত ফি বা চাঁদা ধার্য করিতে পারিবে।

উপবিধি ৩ সদস্যপদ বাতিল/বহাল

ক) পদত্যাগ ঃ সমিতির সভাপতির নিকট কোন সদস্য নিজে সদস্যপদ প্রত্যাহারের আবেদন করিলে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গ্রহণ কিংবা বর্জনের মাধ্যমে যথাক্রমে সদস্যপদ সাময়িকভাবে বাতিল অথবা বহাল থাকিতে পারে। বিষয়টিতে পরবর্তী সাধারণ সভায় বা বিশেষ সাধারণ সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সাময়িকভাবে পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার পূর্বে পদত্যাগকারী সদস্যকে সমিতি'র সমস্ত বকেয়া পাওনা পরিশোধ করিতে হইবে।

খ) চাঁদা পরিশোধ না করার কারণে নিবন্ধগ্রন্থ হইতে নাম কাটিয়া দেওয়ার নির্ধারিত সময়ের পর ৩ মাসের মধ্যে যদি চাঁদা পরিশোধ করা না হয় তবে তাহাকে পাওনা সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানাইতে হইবে। যদি এই বিজ্ঞপ্তির ৭ দিনের মধ্যে পাওনা পরিশোধ না করা হয় তবে সদস্য হিসাবে প্রাপ্য সকল সুবিধাদি স্থগিত হইবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ পরবর্তী সাধারণ সভায় চূড়ান্ত অনুমোদন সাপেক্ষে তাহার নাম নিবন্ধগ্রন্থ হইতে বাদ দিবে।

গ) কোন সদস্যের আচরণ সমিতির স্বার্থবিরোধী বলিয়া বিবেচিত হইলে, গঠনতন্ত্র ও উপবিধি লংঘন করিলে এবং পেশার খ্যাতি হানি করিলে তাহাকে তাহার আচরণ সম্পর্কে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করিতে হইবে। যদি নির্ধারিত সময়ে জবাব পাওয়া না যায় অথবা প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত না হয় অথবা ঐ সদস্য দোষ স্বীকার করিয়া নেন বা পদত্যাগপত্র পেশ করেন তাহা হইলে কার্যনির্বাহী পরিষদ যথাবিহীত পন্থা অবলম্বন সাময়িকভাবে তাহার সদস্য পদ বাতিল করিবে এবং পরবর্তী সাধারণ সভায় এ বিষয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। এক্ষেত্রে সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

উপবিধি ৪ কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ

কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ ২(দুই) বৎসরের জন্য নির্বাচিত হইবেন। অনিবার্য কারণবশত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরবর্তী কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা না হইলে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে অবশ্যই নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইবে। যদি এই সময়ের মধ্যেও নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা না যায় তাহা হইলে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনধিক সাত সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করা যাইবে। এই এডহক কমিটি তিন মাসের মধ্যে অবশ্যই নির্বাচন সম্পন্ন করিবে।

উপবিধি ৫ সভাপতি এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. তিনি সমিতি'র প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন
খ. সমিতি'র সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন
গ. সমিতি পরিচালনায় নেতৃত্ব প্রদান করিবেন
ঘ. সভায় অমিমাংসিত বা বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিবেন
ঙ. সমান সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে, তিনি তাহার সাধারণ ভোটের অতিরিক্ত জয় পরাজয় নির্ধারনার্থে সভাপতির আরেকটি ভোট প্রদানের ক্ষমতাবান হবেন।

নোটঃ যে কোন কারণে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হইলে, যেমন- দীর্ঘ মেয়াদী অসুস্থতা, মৃত্যু, পদত্যাগ বা বাংলাদেশের বাহিরে দীর্ঘ সময়ের জন্য অবস্থান ইত্যাদি পরিস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি এবং তাহার অনুপস্থিতিতে ৪ (চার) জন সহ-সভাপতির মধ্যে একজন জ্যেষ্ঠতা অনুসারে সভাপতিত্ব করিবেন। বর্ণিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যদি সকলেই অনুপস্থিত থাকেন তবে সদস্যবৃন্দ তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে সভাপতিত্ব করিবার জন্য নির্বাচিত করিবেন। উপস্থিত সদস্যদের সাধারণ সংখ্যগরিষ্ঠতায় সভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

উপবিধি ৬ **জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি এর দায়িত্ব ও কর্তব্য**

সমিতি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রনে সভাপতিকে সহযোগিতা করিবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন এবং সভাপতির অনুপস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

উপবিধি ৭ **সহ-সভাপতি এর দায়িত্ব ও কর্তব্য**

সমিতি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে সভাপতিকে সহযোগিতা করিবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সভাপতি ও জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতির অনুপস্থিতিতে একজন সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করিবেন।

উপবিধি ৮ **মহাসচিব এর দায়িত্ব ও কর্তব্য**

ক. সমিতির সকল কর্মকান্ডের উদ্যোগ, সমন্বয়, তদারকি ও বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখিবেন;

খ. সমিতির হিসাবপত্রের সাধারণ তদারকি, প্রদানের জন্য উপস্থাপিত ব্যয় বিল পাশ/আংশিক পাশ/বাতিল এবং উপবিধির ১০ এর 'ক' উপধারা অনুযায়ী চেকে স্বাক্ষর করিবেন;

গ. সমিতির হিসাবপত্রের বার্ষিক প্রতিবেদন কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক প্রস্তুত এবং নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষা করাইয়া কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গ্রহণের জন্য সংগ্রহ করিবেন;

ঘ. সভাপতির সহিত আলোচনাক্রমে সভা, সম্মেলন, বক্তৃতামালা এবং প্রদর্শনী আহবান, আয়োজন এবং সংগঠিত করিবেন;

ঙ. সকল ধরণের সদস্যদের হালনাগাদ তালিকা সংরক্ষণ করিবেন;

চ. তাহার দৃষ্টিতে সমিতির স্বার্থের জন্য প্রয়োজন, এমন যে কোন বিষয়ে নির্দেশনা এবং সিদ্ধান্তের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবেন।

ছ. কার্যনির্বাহী পরিষদের সহায়তায় নিষ্ঠার সাথে সমিতি পরিচালনা করিবেন এবং সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে অন্ততঃপক্ষে ৪ (চার) দিনের নোটিশে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করিবেন। তিনি সভাপতি'র সাথে পরামর্শক্রমে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার বিজ্ঞপ্তিতে কার্যনির্বাহী পরিষদের জরুরী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন এবং পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুসারে আরো সংক্ষিপ্ত সময়ের বিজ্ঞপ্তিতেও জরুরী সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

জ. তিনি সমিতি'র দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল থাকিবেন এবং সমিতি'র কর্মকান্ড ও কাজ সম্পর্কে কার্যনির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ পরিষদের সভাসমূহে অবহিত করিবেন।

ঝ. সাধারণ সভায় বিগত বছরের সমিতির কর্মকান্ডের প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

উপবিধি ৯ যুগ্ম মহাসচিব এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

যুগ্ম মহাসচিব সকল ব্যাপারে মহাসচিবকে সহযোগিতা করিবেন। মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার এবং তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন। মহাসচিবের অনুপস্থিতিতে মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের যে কোন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি উক্ত পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে থাকিবেন এবং সেই শাখার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবেন।

উপবিধি ১০ কোষাধ্যক্ষ এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক. সমিতির সমস্ত অর্থ গ্রহণ ও যৌক্তিক সময়ের মধ্যে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত কোন এক বা একাধিক ব্যাংকে সমিতির হিসাবে জমা রাখিবেন। তিনি সভাপতি কিংবা মহাসচিবের যৌথ স্বাক্ষরে সমিতি'র সকল প্রকার তহবিল পরিচালনা করিবেন;

খ. সমিতির সমস্ত চাঁদা এবং অনুদান সংগ্রহের দায়িত্বে থাকিবেন;

গ. মহাসচিব কর্তৃক অনুমোদিত বিল প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

ঘ. সমস্ত হিসাবপত্র বর্তমান সময় পর্যন্ত সঠিকভাবে সংরক্ষণ করার জন্য দায়িত্ববান থাকিবেন;

ঙ. সমিতির নিরীক্ষক কর্তৃক হিসাবপত্র নিরীক্ষিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন;

চ. কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট উপস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন;

ছ. বাৎসরিক হিসাব তৈরী করিয়া কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরীক্ষক দ্বারা নিরীক্ষা করতঃ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গ্রহণের জন্য দাখিল করিবেন।

উপবিধি ১১ সাংগঠনিক সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

সমিতির সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধির জন্য কাজ করিবেন। সমিতি'র সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কর্মতৎপরতা গ্রহণ করিবেন। তিনি মহাসচিবকে সকল বিষয়ে সহযোগিতা করিবেন। সভাপতি এবং মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

উপবিধি ১২ দপ্তর সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

তিনি সমিতির সকল দাপ্তরিক কার্যাদি তত্ত্বাবধান ও সংরক্ষণ করিবেন। মহাসচিবকে দপ্তরের দলিল ও নথিপত্র রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করিবেন। মহাসচিব ও সভার সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে তিনি সমস্ত সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করিবেন এবং অনুমোদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবেন। মহাসচিবকে সকল ব্যাপারে সহযোগিতা করিবেন। সভাপতি এবং মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

উপবিধি ১৩ প্রচার সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

প্রচার সম্পাদক সমিতি'র প্রচারমূলক কার্যক্রমের দায়িত্বে ন্যস্ত থাকিবেন। প্রচার কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হইলঃ সদস্যদের কাছে জার্ণাল ও সাময়িকী বিতরণ, পোস্টার ও প্রচারপত্র থাকিলে তাহা বিতরণ এবং মহাসচিবের অনুমোদন সাপেক্ষে সংবাদ মাধ্যমের জন্য সংবাদ/প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও বিবৃতি তৈরি ও প্রেরণ করা। তিনি সমিতির কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক তথ্য সংগ্রহ করিবেন এবং তাহা সমিতির সদস্যদের মধ্যে প্রচার করিবেন। সমিতির বিভিন্ন কার্যক্রম যথোচিত প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট প্রচারের জন্য দায়ী থাকিবেন। মহাসচিবকে সকল ব্যাপারে সহযোগিতা করিবেন। সভাপতি এবং মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

উপবিধি ১৪ সাংস্কৃতিক সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

সাংস্কৃতিক সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমিতি'র প্রয়োজনমত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক এ ব্যাপারে একটি উপ-কমিটি গঠন করা যাইবে। তিনি ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য উৎসবাদি উদযাপনেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। তিনি সমিতির সকল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করিবেন এবং সদস্যদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব পালন করিবেন। সভাপতি এবং মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

উপবিধি ১৫ আন্তর্জাতিক সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

আন্তর্জাতিক সম্পাদক কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক দেশে-বিদেশে ভ্রাতৃপ্রতীম সংস্থাসমূহের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন এবং সমিতি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এগিয়ে নিতে সহায়ক সকল কার্যক্রম গ্রহণের দায়িত্ব পালন করিবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া যৌথভাবে প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদন করিবেন। সভাপতি এবং মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

উপবিধি ১৬ গবেষণা সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গবেষণা সম্পাদক সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠান এবং এ জাতীয় অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করবেন। সমিতি কর্তৃক প্রকাশিতব্য জার্নাল প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।সভাপতি এবং মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

উপবিধি ১৭ প্রকাশনা সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি সমিতির বিভিন্ন ধরণের প্রকাশনা যথা স্যুভেনির, নিউজলেটার, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন। সভাপতি এবং মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

উপবিধি ১৮ সমাজকল্যাণ সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সংগতি রাখিয়া সমিতির সদস্য এবং তাহাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য নানাবিধ সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকান্ড গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করিবেন এবং সমিতি'র কল্যাণ তহবিল যথাযথ পরিচালনার ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি মহাসচিবের সাথে পরামর্শ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকান্ডের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। সভাপতি এবং মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

উপবিধি ১৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পাদক এর দায়িত্ব ও কর্তব্য

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পাদক সমিতি'র ওয়েবসাইট তৈরি, ব্যবস্থাপনা, সদস্যদের ডাটাবেজ তৈরি ও ব্যবস্থাপনাসহ কৃষি অর্থনীতি বিষয়ক নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবেন। তিনি সমিতি'র তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক কার্যক্রমের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবেন। সভাপতি এবং মহাসচিব কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

উপবিধি ২০ নির্বাহী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যগণ তাঁদের পেশাগত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার আলোকে সমিতি'র সম্পাদকমন্ডলীকে সমিতি'র বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

উপবিধি ২১ জার্নাল

কার্যনির্বাহী পরিষদের গবেষণা সম্পাদকের অধীন জার্নালের দায়িত্ব থাকিবে। জার্নাল প্রকাশের জন্য একটি জার্নাল সম্পাদকীয় পরিষদ থাকিবে। জার্নাল সম্পাদকীয় পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত হইবে। জার্নাল সম্পাদকীয় পরিষদ কার্যনির্বাহী পরিষদকে জার্নাল প্রকাশনার বিষয়ে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করিবে। কার্যনির্বাহী পরিষদ জার্নাল সম্পাদকীয় পরিষদের মেয়াদ, জার্নালের নীতি, আর্থিক বিষয়ের অনুমোদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিবে। সমিতি'র সভাপতি জার্নাল সম্পাদকীয় পরিষদের উপদেষ্টা হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

উপবিধি ২২ জার্নাল সম্পাদকীয় পরিষদ

ক. প্রধান সম্পাদক
খ. নির্বাহী সম্পাদক
গ. সদস্য অনধিক ৫ (পাঁচ) জন।

উপবিধি ২৩ জার্নাল সম্পাদকীয় পরিষদের কার্যাবলী

ক. নিয়মিত জার্নাল প্রকাশের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
খ. প্রতিটি প্রকাশনার পূর্বে এবং মাঝে মাঝে সভায় মিলিত হওয়া;
গ. জার্নালে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ বাছাই ও সম্পাদনা করা এবং প্রকাশনার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উপবিধি ২৪ সমিতি'র আয়

সমিতি'র তহবিল বা আয় নিম্নলিখিত উৎস হইতে সংগৃহিত হইবে-

ক. সদস্যদের চাঁদা;

খ. বিশেষ ধরনের দান অথবা অনুদান;

গ. সমিতির কর্মকান্ড পরিচালনার্থে প্রাপ্ত/সংগৃহীত অর্থের অবায়িত অংশ

ঘ. সমিতির জার্নাল এবং অন্যান্য প্রকাশনা হইতে সংগৃহিত আয়;

ঙ. কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদিত অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

উপবিধি ২৫ সমিতির ব্যয়

সমিতির সাধারণ তহবিল হইতে সমিতির কার্যনির্বাহের প্রয়োজনার্থে সাধারণ ব্যয়সমূহ যেমন ভাড়া পরিশোধ, বেতন, মজুরী এবং অন্যান্য ব্যয়সমূহ বহন করা হইবে। অধিকন্তু জার্নাল বা এই ধরণের স্বীকৃত অন্যান্য প্রকাশনার জন্য, জরিপ, অনুসন্ধান, সম্মেলন, পুরস্কার, বৃত্তি এবং এই ধরনের অন্যান্য উদ্দেশ্য বা সমিতির উদ্দেশ্য সাধনে বা উন্নতি বিধানে যুক্তিযুক্ত ইত্যাদি কাজে সমিতির তহবিল হইতে অর্থ সরবরাহ করা যাইবে।

উপবিধি ২৬ সাময়িক শুন্য পদ পূরণ

মৃত্যু, পদত্যাগ, বহিস্কার কিংবা অন্য কোন কারণে কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য থাকিলে এক মাসের মধ্যে একজন সদস্যকে কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক কো-অপট করিয়া শূন্য পদ পূরণ করিতে পারিবে।

উপবিধি ২৭ অনুল্লিখিত বিষয়

সমিতির গঠনতন্ত্র এবং উপবিধিতে উল্লেখ নাই সেই সকল বিষয়ে প্রচলিত নিয়মনীতি ও রীতিসমূহ অনুসরণ করিয়া চলিবে। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের পরবর্তী সভায় তাহা অনুমোদন করাইয়া নিতে হইবে।

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতি

Bangladesh Agricultural Economists Association

বাংলাদেশ কৃষি অর্থনীতিবিদ সমিতি

Bangladesh Agricultural Economists Association